R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

"শিব ব্রাণ্ড" খাঁটি সরিষার তেল ১০০% বিশুদ্ধ।
প্রস্তুতকারক :
শিব-আ-অয়েল
সাজুর মোড় ★ দফাহাট
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-২৬২০১১, ২৬৩৮৮৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

১২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১২ সাল। ১লা জুন, ২০০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা। বার্ষিক : ৫০ টাকা

পুরবাসীর ইতিবাচক রায়ই বামফ্রন্টের সাফল্যের কারণ —মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর রাজনীতির দু' দশকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণধার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বামফ্রন্টের এই সাফল্যের জন্য পুরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনকে প্রাধান্য দেন। জনতার ইতিবাচক রায়ের কথা মৃগাঙ্কবাবুর কথায় বার বার প্রকাশ পায়। এই অভূতপূর্ব জয়ের জন্য তিনি পুরবাসীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। আগামীতে যে সব কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলো বাস্তবে রূপ দিতে, (৩য় পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ানে চেয়ারম্যানের দাবীদার অনেক—তাই বোর্ড গড়তে অস্বস্তিতে বামফ্রন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে বাম বোর্ড গড়তে ফ্রন্ট নেতারা যাবতীয় কৌশল নিয়েও কিছু করতে পারছেন না। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সি পি এমের তিনবারের বিজয়ী প্রার্থী সুন্দর ঘোষের নাম চেয়ারম্যান হিসাবে এক সময় শোনা যাচ্ছিল। সুন্দরবাবু একজন প্রাইমারী শিক্ষক। স্বচ্ছ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এদিকে ভোটের আগে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাক্তন চেয়ারম্যান সওদাগর আলিকে হারাতে পারলে সি পি এমের তোয়াব আলি প্রমুখ নেতারা আনারুল মহালদারকে (কালু) চেয়ারম্যান করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাঁড় করান। পুলিশও নাকি অনেকভাবে আনারুলকে সাহায্য করে। ঐ ওয়ার্ডে ২৫৫ ভোটে সওদাগর হেরে যান। আনারুলের পরিচয় তিনি ধুলিয়ানের একজন 'দাদা'। কালু নামে সব মহলে পরিচিত। স্কুলের ধারে কাছে যান নি। দ্বিতীয় দাবীদার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সি পি এমের মদতপুষ্ট নির্দল প্রার্থী মনসুর আলি। তিনি আর এস পি প্রার্থী আনোয়ার হোসেনকে ৪ ভোটে পরাজিত করেন। তাঁরও চেয়ারম্যান হবার খুব ইচ্ছে। এর সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যানের বাসনা প্রকাশ করেছেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে টসে জেতা ফঃ ব্লকের প্রার্থী শিবশঙ্কর সিংহ। এই সব নিয়ে নানাভাবে জর্জরিত ফ্রন্ট। অন্যদিকে লফরের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ায় তিনি এখন কোণঠাসা। কংগ্রেসের এই বিপর্যয়ের জন্য একমাত্র সফরই যে দায়ী এত দিনে সেটা প্রকাশ করছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দলের ভরাডুবিতে ফঃ ব্লক নেতা ভোটারদের প্রাণনাশের হুমকী দিয়ে বেড়াচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবারে পুর ভোটের ফলাফলে জঙ্গিপুর পুরসভা থেকে ফঃ ব্লকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়। এই ক্ষোভে ফঃ ব্লকের স্থানীয় নেতা গৌতম রুদ্র (বাবুয়া) রেজাল্ট বার হবার দিন ২৫ মে রাত এগারটা নাগাদ ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম প্রধান ননীগোপাল পোদ্দারকে রাস্তায় একা পেয়ে চূড়ান্তভাবে অপমান করেন ও প্রাণে মেরে দিতে ছুরি বার করেন বলে খবর। এ প্রসঙ্গে ননীবাবুর বক্তব্য, "ঘটনার দিন প্রতিবেশী চন্দন বর্মনের বাড়ী থেকে গল্পগুজব করে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বাড়ী ফেরার পথে কয়েক পা এগিয়ে গৌতম রুদ্রের সামনা-সামনি এসে পড়ি। তিনি তিনজন সঙ্গী নিয়ে সে সময় দুটি মোটর সাইকেলে হরিজন পল্লী থেকে বার হয়ে এসে আমার রাস্তা ঘিরে দাঁড়ান। এরপর ভোটে তাঁর প্রার্থী মনীষা রুদ্রের বিরোধীতা করার জন্য আমাকে গালিগালাজ শুরু করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে কে কোথায় জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১ নং ওয়ার্ডে * মোজাহারুল ইসলাম, সিপিআই (এম) জয়ী ৯১২, আব্দুস সালাম, কংগ্রেস ৬৩৯, সাহিম সেখ, তৃণমূল কংগ্রেস ১১। ২ নং * মোজাহারুল ইসলাম, সিপিআই (এম) জয়ী ৯০৭, বেদারুল ইসলাম, কংগ্রেস ৫৯৪, মুজিবুর রহমান, নির্দল ১। ৩ নং * সেবি বিবি, সিপিআই (এম) জয়ী ৮১৫, সাইদা বিবি, কংগ্রেস ৭১৭, সেলিনা বিবি, নির্দল ০। ৪ নং * রবিউল হোসেন মন্ডল, সিপিআই (এম) জয়ী ৭৭৬, লুৎফল হক, কংগ্রেস ৭১৭, হারুন সেখ, নির্দল ১০। ৫ নং সারফুল আলম খান, আর এস পি ৬৫০, * রমানাথ চক্রবর্তী, কংগ্রেস জয়ী ৬৯৯, হারুন সেখ, তৃণমূল কংগ্রেস ০৭, অনিরুদ্ধ নাথ, নির্দল ১০৫, ভীষ্মদেব দাস, নির্দল ০২। ৬ নং সাকিলা বিবি, কংগ্রেস ৭৯৬, * শেফালি বিবি, বাম সমর্থিত নির্দল জয়ী ১১৩১। ৭ নং উত্তমকুমার সরকার, কংগ্রেস ৭৪১, * কাশীনাথ মন্ডল, সিপিআই (এম) জয়ী ১০৪৯। ৮ নং লুৎফল হক, কংগ্রেস ৮৮৯, * হুমায়ুন সেখ, সিপিআই (এম) জয়ী ১০৯২, তামজিরুল রহমান, তৃণমূল কংগ্রেস ২৭, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, নির্দল ১৯১। ৯ নং * শান্তা সিংহ, কংগ্রেস জয়ী ৯৮৮, শাশ্বতি সাহা, সিপিআই (এম) ৯৫৭। ১০ নং মোসারফ হোসেন সেখ, আর এস পি ৮৪৫, * ইস্তেকাম সেখ, নির্দল জয়ী ৯১৩, আব্দুল খান, নির্দল ১৮। ১১ নং * মোঃ মুসা, কংগ্রেস জয়ী ৯৪০, তামিজুদ্দিন সেখ, সিপিআই (এম) ৮৪৩। ১২ নং চন্দনা চৌধুরী, কংগ্রেস ৫১৬, * অপরাজিতা সরকার, সিপিআই (এম) জয়ী ৯৫১। ১৩ নং ফরিদা ইয়াসমিন, কংগ্রেস ৮২৮ (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

॥ ভাবিবার কথা ॥

বলা হয়, জল জীবন। আবার এই জলই অনেক ক্ষেত্রে ঘটায় মরণ। মানুষ হোক, অন্য জীবই হোক, বিষাক্ত জল পান করিয়া মৃত্যুবরণ করে। আর্সেনিক নামে একটি তীব্র বিষ, যাহাকে 'সেঁকো বিষ' বলা হয়, চরম ক্ষতিসাধন করে। আবার এই আর্সেনিক হইতে তৈয়ারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, জীবনদায়ীও বটে। নানা রোগ সারায়। বিষ আর্সেনিক ও ঔষধ আর্সেনিকের মধ্যে রকমফের রহিয়াছে।

আর্সেনিকযুক্ত জল পান করিয়া বিষক্রিয়ার কবলে পড়িতে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় আর্সেনিকযুক্ত জল ব্যবহার সকলকে মহাচিন্তায় ফেলিয়াছে। এই বিষাক্ত জল ব্যবহার করার ফলে নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হইতেছে। এই জন্য আর্সেনিক কবলিত মুর্শিদাবাদ জেলা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়াছে। এই জেলার ২৬টি ব্লকের মধ্যে ২২টি ব্লককে আর্সেনিকের শিকার বলিয়া ধরা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় জল সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানান হয় যে, জেলার ২২টি ব্লকে বেশির ভাগ এলাকার মানুষ আর্সেনিকযুক্ত জল পান করিতে ও ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বড় ধরনের প্রকল্প শুরু করার কথা ভাবিতেছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। মুর্শিদাবাদের আর্সেনিক সমস্যার মত আর একটি বড় সমস্যা হইতেছে নদীর ভাঙন যাহার জন্য ধুলিয়ানের গঙ্গার তীরস্থ এলাকাগুলি চরম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বন্যাজনিত ভাঙন জাতীয় সমস্যার পর্যায়ে পড়িয়াছে। মালদহ-মুর্শিদাবাদের বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করিতে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টকে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গঙ্গা দূষণের কথাও ভাবা হইতেছে। গঙ্গার পারগুলি যাহাতে বাঁধান হয়, তাহার ব্যবস্থাও হইবে বলা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদবাসীদের জীবন-সুরক্ষায় জলকে আর্সেনিক মুক্ত করিতে কালহরণ আদৌ সমীচীন নয়। একই সঙ্গে জল-দূষণ-রোধ নিতান্ত আবশ্যক। সরকারকে মানুষের মঙ্গলের কথা সর্বাগ্রে ভাবিতে হইবে।

অন্য মনে অন্য কথা

প্রখর তপন তাপে

সুমন পাঠক

চরাচর জুড়ে আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে মুঠো মুঠো রোদ্দুর। রোদ্দুর তো নয়, যেন দীপ্ত চক্ষু রুদ্র সন্ন্যাসীর রক্ত চক্ষুর বিচ্ছুরিত অগ্নিচ্ছটা। ছড়িয়ে পড়েছে মাঠ প্রান্তরে, গ্রাম গঞ্জে, পুকুরে-নদীতে—কোথায় নয়? সর্বত্রই যেন তার ফণার বিস্তার। দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভাল। প্রজ্বলিত যেন লোলুপ চিতাগ্নি শিখা। সর্বত্রই তার দহন জ্বালা।

অসহ্য তার দাবদাহ। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভাব। মাঠ শুকোচ্ছে, কাঠ ফাটছে। পুকুরে পুষ্করিণীতে জলাভাব। পথে ঘাটে ত্রস্তপদ মানুষের ছুটোছুটি। আতপ্ত ধরণীতল। জ্যৈষ্ঠের দুপুর জুড়ে কেমন যেন মৌন নিস্তব্ধতা। মধ্যাহ্ন প্রকৃতি যেন ভারী পোয়াতির মতো নড়বড়ে হয়ে অলি গলিতে ঝিমুচ্ছে। আগুন ঝলসানো দমকা হাওয়ায় তার রুদ্ধ শ্বাস হাসফাঁসানি। তাই বুঝি কালো দীঘি জলে গাছের ছায়ারা নেমেছে গাহন করতে! নিদ্রিত মাঠ, নির্জন ঘাট যেন কার মায়া তন্দ্রাতুর চোখে অবসন্ন দৃষ্টি মেলে রয়েছে। ঝিঝির পাখার মতো কাঁপছে ভরা দুপুরের রোদ্দুর দূরে—অনেক দূরে—সুদূর দিগন্তে। নিদাঘের মদিরায় চারিদিক যেন বেঘোর।

তাপের পারদ বাড়ছে। অসহ্য তার জ্বালা। অঙ্গ জুড়ে কেমন যেন আলস্য-ভরা ক্লান্তি। পাখিরাও গান বন্ধ করে দিয়েছে নিদাঘের তপ্ত দুপুরে। একটা থমথমে মৌনতা। গাছের পত্রদল ঝিমুচ্ছে নেশাগ্রস্তের মতো। সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, প্রাণী জগৎ, মনুষ্য জগৎ জুড়ে মূর্চ্ছাতুর অবস্থা। সকলের মতো চাতকের কণ্ঠে এক ফোঁটা জলের তৃষ্ণা। জলের আর্তি সকলের বুক জুড়ে—প্রার্থনা শুধু গৈরিক বসন পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুক আনন্দেরই নয়, চরাচরের সমস্ত জীবের—জল দাও মোরে জল দাও ··· কণ্ঠে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা বুক জুড়ে।

দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভালে সঞ্চারিত হোক পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ—তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে। নেমে আসুক শান্তি, আসুক স্বস্তি। মর্মভেদী দাহ, দুঃখ, দহন জ্বালার হোক অবসান। জ্যৈষ্ঠের আকাশ জুড়ে নেমে আসুক আষাঢ়ের মেঘ মায়া, শ্রান্তি ক্লান্তি যাক ঘুচে, ভৈরব হর্ষে সূচনা হোক নববর্ষার। শতেক যুগের কবিদের মিলিত কণ্ঠে গীত হোক তার মাঙ্গলিকী, অভ্যর্থনার নান্দিপাঠ। মুখরিত হোক চরাচর, হোক বনবীথিকা। এখন শুধু তারই পায়ের পদধ্বনির প্রতীক্ষা। আর দহন নয়, রসের বর্ষণ। জ্বালা নয়, শান্তির জল। রিক্ততা নয়, পূর্ণতা।

কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ

(কাল্পনিক দেশের কাহিনী)

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

এই কুম্ভকর্ণের দেশে নির্বাচন পরিচালনা করবার জন্য সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষ আছেন 'ইলেকশান কমিশন'। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য অনেক নিয়ম নীতি করতে হয়েছে। তবু বেহুলার বাসর ঘরে কালনাগিণী প্রবেশের মত ঘটনা ঘটে। নির্বাচন কমিশন নড়ে চড়ে বসেন এবং নূতন নূতন নিয়ম নীতির প্রবর্তন করেন। কোন প্রার্থী যদি একাধিক আসনে জয়লাভ করেন তাহলে যেমন একটি বাদে অন্য আসনগুলি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে, তেমনি ঐ সমস্ত আসনে পুনরায় নির্বাচন করার সমস্ত খরচ ঐ প্রার্থীকে দিতে হবে। নির্বাচনের সময় সমস্ত দলই জনগণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি সমৃদ্ধ কর্মসূচী প্রচার করেন। এখন থেকে সেই সমস্ত কর্মসূচী অর্থাৎ তাঁরা ক্ষমতায় এলে জনগণের জন্য—দেশের জন্য কি করবেন তার বিস্তারিত বিবরণ ইলেকশান কমিশনে জমা দিতে হবে। মেয়াদশেষে ক্ষমতাসীন দল ঐ সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন কিনা ইলেকশান কমিশন তা খতিয়ে দেখবেন এবং যদি দেখা যায় প্রতিশ্রুতির যথাযথ মর্যাদা রক্ষা হয় নি তা হলে ইলেকশান কমিশন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বিষয়টি উত্থাপন করবেন। যথাযথ বিচার বিবেচনায় যদি দেখা যায় নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় জনগণের বা দেশের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হ'লে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-রাষ্ট্রমন্ত্রী-উপমন্ত্রীকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় জনগণকে প্রতারণার দায়ে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারবেন।

না কুম্ভকর্ণের দেশে এ নিয়ম চালু হয় নি। কাল্পনিক দেশের কল্পনার কথা! এদেশে একজন প্রার্থী একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, বিজয়ী হ'লে একটি রেখে বাকী আসনগুলি ছেড়ে দেবেন, সে সব আসনে আবার নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন হবে জনগণের পয়সায়। জনগণের পয়সা নয়ছয় করার অধিকার তো নেতাদের থাকেই। সে কারণে (৩য় পৃষ্ঠায়)

'দারুণ দহন বেলা'

শীলভদ্র সান্যাল

কী মারাত্মক গরম পড়েছে, বলুন তো! থার্মোমিটারের পারদ বেয়ারাভাবে উঠে গেছে ওপরে। ভাবা যায়! মাটি ফেটে চৌচির, তার ভেতর থেকে ধরণীর যাবতীয় সঞ্চিত পীযূষরস নিঃশ্বসিত হ'য়ে ধোঁয়ার আকারে উড়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ দুপুর, গাছপালা সব নিস্তব্ধ, পাখি-পাখালির দেখা মেলা ভার, শুধু গেরস্থ বাড়ির ছাদের কার্নিসে বসে নিঃসঙ্গ কাকের নিঃসহায় কর্কশ চিৎকার। বাতাস আগুন, মেজাজ তিরিক্ষে, খাদ্যে, রুচি নেই, বাজার থেকে ফিরে, একটু সোয়াস্তি পাবার আসায় ফ্যানের সুইচটা অন করতেই মুখের ভাঁজে একরাশ বিরক্তির কুটিল রেখা। লোডশেডিং। অতঃপর ইলেকট্রিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে শাপশাপান্ত ও চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার। বয়সন্ধিকালে উপনীত কিশোরীর মতই উনি চঞ্চল ও দুর্বোধ্য। কখন আসেন, কখন যান, কতক্ষণ থাকেন, বলা শিবেরও অসাধ্য। উনি, অর্থাৎ বিদ্যুৎ। নূপুর-গুঞ্জরি যাও, আকুল অঞ্চলা, বিদ্যুৎ চঞ্চলা।' এর সাথে পাল্লা দিয়ে সঙ্গত ক'রে যাচ্ছে দিনে মাছি, রাতে মশা। বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টিতে নাকি কোন কিছুই উদ্বৃত্ত নয়, তবে এই দুটি ভয়ংকর মারণ পতঙ্গকে যে কেন তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে গবেষণার বিস্তর অবকাশ আছে। মাথার ওপর যান্ত্রিক পাখা যখন নিশ্চল, তখন তুলে নাও হাতপাখা। হাটে বাজারে তালপাতার পাখা বিক্রি ক'রে কিছু মানুষ তো দু'টো পয়সার মুখ দেখবে। ঘন ঘন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। ফ্রীজ থেকে বোতল বার ক'রে গলায় জল ঢাল। যাদের বাড়ীতে ফ্রীজ নেই, তাদের এ-সময় মাটির কলসি কেনার তাগিদ। বরফ জল না মিললেও শীতল জল তো মেলে অন্ততঃ! স্কুল-কলেজ-কোর্ট ছুটি থাকে এ সময় ঠিকই, কিন্তু অন্য সব কিছুই তো খোলা। সূর্যের খরতাপ আর পিচের গলন্ত দাবদাহ উপেক্ষা ক'রে গলদঘর্ম মানুষ ছুটছে কর্মস্থলে। মাথায় কে, সি পালের ছাতা। ট্রেনে বাসে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির অন্ত নেই। গাদাগাদি মানুষের ভিড়ে আলুসিদ্ধ হ'য়ে যাবার জোগাড়। এরই মধ্যে উঠে পড়ছে রাস্তার ফেরীওয়ালা। চাই শশা—শশা খাবেন! চাই মুড়ি—মশলা মুড়ি—জামাই আদরে খাওয়াব। বাস থেকে নেমেও কি রেহায় আছে? দাদা! একটু সাইড্ দিন না! রাস্তাটা পেরিয়ে যাই! ওদিকে পথের ধারে আখ মাড়াইয়ের কল বিছিয়ে বসেছে রসের ব্যাপারিরা। অথবা তৃষ্ণার্ত পথিকের মুখে ধ'রে দেওয়া হচ্ছে ডাবের জল। সর্বক্লান্তিহরা সঞ্জীবনী সুধা। আছে সরবত, আইসক্রীমের গাড়ী। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা পানীয়ের চাহিদাও বাড়ে! পথের আশে পাশে জলসত্র। প্রাণদায়িনী জীবন সুধা বিতরণ করছে কাশী বিশ্বনাথ, বাবা লোকনাথ সেবাসমিতি। অশথ বা বট গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় ক্লান্ত পথিকের কিছুক্ষণের জন্য জিরিয়ে নেওয়া। রিক্সাওয়ালার তেলচিটচিটে গামছা ঘুরিয়ে ঘুমের আয়োজন। বেলা বাড়তেই রাস্তাঘাট সুনসান। পোড়ো মন্দির চত্বরে বসে পাড়ার কুকুরটা জিভ বার ক'রে হাঁপাচ্ছে! বড় বড় আপিসে কেরাণীকুল প্যাচপেচে ঘামে অতিষ্ঠ। পদস্থ আমলাদের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁদের নিজস্ব গাড়ী আছে, আপিসে রয়েছে আরদালির কুর্নিস আর ঠান্ডা ঘরের নিরাপদ ঘেরাটোপ। ওদিকে, রণক্লান্ত মধ্যবিত্তের ঘরে ফিরেও মুক্তি নেই! দশ ফুট বাই দশ ফুট ফ্ল্যাট ঘরের ছোট্ট খুপরিতে দক্ষিণা হাওয়ার মাতন জাগে না। বৈদ্যুতিক পাখার ঘূর্ণিতে যেন অগ্নিকণার বিচ্ছুরণ। আবার পথই যাদের ঘর, সেই সব উদ্বাস্তু, হা-ঘরেদের রোদে পুড়ে থাক হ'তে হয়। এক টুকরো ছায়ার সন্ধানে জড়ো হয় স্টেশনের প্লাটফর্মে, বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দায়, পার্কে, গাছের নীচে। দিন পঞ্জিকায় অবশ্য লেখা থাকে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সঠিক সময়-ক্ষণ, ওই সময় সীমার বাইরেও যে সূর্যদেব তাঁর আলো আর উত্তাপের ব্যাপ্তি অনেকখানি বাড়িয়ে নেন, তা তো ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন! গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, শহরের জ্বরতপ্ত শরীরে লাগে প্রাণ জুড়ানো স্নিগ্ধ হাওয়ার প্রলেপ। ক্ষণেকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাই। কুলপি মালাই আর ফুচকাওয়ালাদের রমরমা ব্যবসা তখন। রেস্তোরাঁয় মানুষের জটলা, ফুটপাত জনঅরণ্য, এরই ফাঁকে কারও বা আকুল জিজ্ঞাসা, দাদা, আর কদ্দিন চলবে এই তাপপ্রবাহ? আবহদপ্তরের নিকুচি করেছে! এক দিনেও কি ব্যাটারা একটা ভাল খবর দিতে পারল? ভাল খবর মানে, মৌসুমী বায়ুর আগমন— বৃষ্টির দিক নির্দেশ।

সাফল্যের কারণ—মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সে ক্ষেত্রেও পুরবাসীর সহযোগিতা চান। পাশাপাশি নীতিহীন, উদ্দেশ্যহীন, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি—সব দিক থেকে ব্যর্থতায় জর্জরিত কংগ্রেস দলের উপর মানুষ ভরসা করতে না পেরে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের উদার ভাবে ভোট দিয়েছেন বলে জানান। নির্বাচনে ফঃ ব্লকের ভরাডুবির কারণ সম্বন্ধে মৃগাঙ্ককে প্রশ্ন করলে তিনি কিছু বলতে না চাইলেও ভোটের ফলাফলের পর ফঃ ব্লক নেতা গৌতম রুদ্রের হঠকারিতা, লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন—সি পি আই নেতা অশোক সাহার কাছে আমি সব শুনেছি। এটা আমি সমর্থন করি না। নতুন বোর্ড কি নাগাদ দায়িত্ব নেবে প্রশ্নের উত্তরে মৃগাঙ্কবাবু জানান—আগে মিউনিসিপ্যাল গেজেট বার হোক। নতুন বোর্ড জুলায়ের প্রথম সপ্তাহের আগে দায়িত্ব নিতে পারবে না। চেয়ারম্যান কি আপনিই হচ্ছেন? প্রশ্নের উত্তরে মৃগাঙ্ক জানান, এটা এখন বলা যাবে না। সবাইকে নিয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ঠিক করা হবে। আগামী বোর্ড চালাতে আগের মতো আপনাকে বেগ পেতে বা কাউকে তোষামোদি করতে হবে না। তিনি স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে মৃগাঙ্ক জানান—আমাদের রেজাল্ট আরও ভালো হতো। ৫, ৯, ১০ আর এস পি ও কিছু বাম সংগঠনের দুর্বলতায় এবং কিছু মানুষকে তুষ্ট করতে গিয়ে হাত ছাড়া হয়ে গেল। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু না। তিনি আরও জানান, সাংবিক ফলাফলে বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছে ৫৩-১-৯ শতাংশ, সেখানে কংগ্রেস পেয়েছে ৪২ শতাংশ। গত রবিবার জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসা চত্বরে বামফ্রন্টের বিজয়ীদের সম্বর্ধনার কথাও মৃগাঙ্ক জানান।

ফুলতলায় ব্যবসার জন্য ঘর ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় 'রাজা মার্কেট' এর সম্মুখের ৭৫০ বর্গ ফুট দোকান ঘর ব্যবসার জন্য ভাড়া দেওয়া হইবে।

যোগাযোগ : ০৩৪৮৩ / ২৬৬৩৯৯ মোবাইল—৯৭৩২৫২৬০১৫

ফারুক আমেদ/স্বপন চন্দ

কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

করবুদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি জনগণকে উপহার দেবেন নেতারা। সমস্ত নেতা বা রাজনৈতিক দল নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে প্রতিশ্রুতি বিতরণ করবেন। 'খোশ খবরের ঝুটাও ভাল'—জনগণ জানেন বা চেনেন তাঁদের নেতা বা দলকে। কিন্তু 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' নীতি আঁকড়ে তাঁরা চুপ করে থাকেন—ঘুমিয়ে থাকতেই হয় তাঁদের। দৈবাৎ কারও যদি ঘুম ভেঙ্গে গেলে বা অন্য কোন দাবীর জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে তাহলে তাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। গণতান্ত্রিক দেশের নেতাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে তখন বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

পথ দুর্ঘটনায় কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৭ মে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বংশবাটী মোড়ে এক কিশোর লরির (No. WB 654200) চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। ছেলেটির নাম রুদ্রপ্রসাদ মন্ডল (৭), বাড়ী নাজিরপুর গ্রামে। পুলিশ লরিটিকে আটক করলেও ড্রাইভার-খালাসির সন্ধান মেলেনি। অন্য এক পথ দুর্ঘটনায় গত ৩১ মে ভোর ৫-৩০ নাগাদ নিউ ফরাক্কা এলাকায় জাতীয় সড়কে লরি (No. FP 1224) চাপা পড়ে নারায়ণ বিশ্বাস নামে এক পথচারী মারা যান। তাঁর বাড়ী ঝাড়খন্ডের সাহেবগঞ্জ।

জঙ্গিপুরে কে কোথায় জয়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

* অপর্ণা হালদার, সিপিআই (এম) জয়ী ৮৬২, রৌশেনারা খাতুন, নিদ'ল ০, অনুরাধা ব্যানার্জী, নিদ'ল ৬৯। ১৪ নং * বিকাশ নন্দ, কংগ্রেস জয়ী ৮৭০, অজিত হালদার, বিজেপি ১২, আবদুল হাকিম গজনবি, সিপিআই (এম) ৭১৯, মির্জা নাসিরুদ্দিন, নিদ'ল ২৯, অশোক সাহা, নিদ'ল ৩। ১৫ নং * মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, সিপিআই (এম) জয়ী ১০৯৬, সুশান্ত পান্ডে, নিদ'ল ৭৯৫, মৃণালকান্তি ব্যানার্জী, নিদ'ল ২৬। ১৬ নং * সুদীপ্তা সাহা সিপিআই জয়ী ১০০২, দোলা সরকার, কংগ্রেস ৮৭, মনীষা রুদ্র, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫৮২, মহুয়া সিংহ, নিদ'ল ৫২। ১৭ নং * অনাদি-চরণনাথ, কংগ্রেস জয়ী ৯২২, আশিষ রুদ্র, ফরওয়ার্ড ব্লক ৮৭৪, রুহিদাস হালদার, নিদ'ল ১৮। ১৮ নং শত্রুঘ্ন সরকার, সিপিআই (এম) ৯৯৪, * সমীর পন্ডিত, কংগ্রেস জয়ী ১০৫২, অনমিত্র ব্যানার্জী, বিজেপি ১৮, অমিতাভ মন্ডল, নিদ'ল ১৩। ১৯ নং * সোমা দাস, সিপিআই (এম) জয়ী ৮০৬, বাসুদেব হালদার, কংগ্রেস ৫২৮, রতন হালদার, নিদ'ল ৪১৮। ২০ নং * জুলি বিবি, আর এস পি জয়ী ৭৮৭, শেফাতুন্নেশা বিবি, কংগ্রেস ৫৬৭, সুফিয়া বেগম, নিদ'ল ২৬, হাসিনা বিবি, নিদ'ল ২৯০, কুলসুম বিবি, নিদ'ল ১২৫।

ধুলিয়ানে কে কোথায় জয়ী

১ নং মাজাহার হোসেন, সিপিআই (এম) জয়ী ১০৫৯, বেহেতার হোসেন, কং ৯৩৪। ২ নং হাসনারা বিবি, সি পিআই (এম) জয়ী ৬৫৮, মানোয়ারা বিবি, নিদ'ল ৫৩৩। ৩ নং রেহেনা ইয়াসমিন, কংগ্রেস জয়ী ৯৮২, তাহেরা বিবি, সিপিআই (এম) ৮০৪। ৪ নং আনারুল মহালদার, সিপিআই (এম) জয়ী ১০৬৯, সওদাগর আলি, কংগ্রেস ৮১৪। ৫ নং দিলীপ সরকার, কংগ্রেস জয়ী ৯৬৫, বিজয় জৈন, নিদ'ল ৩৭৯। ৬ নং শম্পা দাস, সিপিআই (এম) জয়ী ৫১৩, আশালতা ভাস্কর, বিজেপি ৪৩১। ৭ নং প্রশান্ত সরকার, কংগ্রেস জয়ী ৪০৬, সুবীর সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস ২৫৪, আশিষ সেন, আর এস পি ২৪৫। ৮ নং সফর আলি, কংগ্রেস জয়ী ৮৬৮, তামিজুদ্দিন সেখ, সিপিআই (এম) ৭৫৩। ৯ নং চেনবানু বিবি, সিপিআই (এম) জয়ী ১৫৩৭, আজিজুননেশা, কংগ্রেস ১৩৪৪। ১০ নং সুন্দর ঘোষ, সিপিআই (এম) জয়ী ৫৬৮, সমীর সাহা, কংগ্রেস ৪০৯। ১১ নং ইয়াসিন সেখ, কংগ্রেস জয়ী ১০৫৫, সালাম সেখ, সিপিআই (এম) ৭৮০। ১২ নং আফ্রিন বিবি, নিদ'ল জয়ী ৫৪৩, রাবেদা বিবি, কংগ্রেস ৩৭৩। ১৩ নং মনসুর আলি, নিদ'ল জয়ী ৪৩১, আনোয়ার হোসেন, আর এস পি ৪২৬। ১৪ নং মহঃ বদরুল সেখ, নিদ'ল জয়ী ৭০৭, কাউসার আলি, কংগ্রেস ৫৯৫। ১৫ নং মাজেদা বিবি, কংগ্রেস জয়ী ৭৩৭, তারানুন বিবি, সিপিআই (এম) ৭১০। ১৬ নং ভাগ্যনাথ দাস, সিপিআই (এম) জয়ী ১০৬১, গোলমহম্মদ সেখ, কংগ্রেস ৯১৫। ১৭ নং শিবশঙ্কর সিংহ, ফরওয়ার্ড ব্লক জয়ী ৫৮২, অশোক সিংহ, আর এস পি ৫৮২। ১৮ নং আশিয়া বিবি, সিপিআই (এম) জয়ী ৭১২, জিন্নাতুন বিবি, কংগ্রেস ৫৭০। ১৯ নং নির্মল জৈন, কংগ্রেস জয়ী ৩৫০, সঞ্জয় জৈন, নিদ'ল ৩২৬।

রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২৫ মে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাদি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রী অর্ণা মন্ডলের গাওয়া 'নব আনন্দে জাগো' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

জেলা সাংবাদিক সংঘের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৬ মে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন রাজ্য সভার সদস্য মনোজ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মায়ারাণী পাল। মনোজ বাবু তাঁর ভাষণে সাংবাদিকদের ও প্রেস মিডিয়াকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে বিশেষ গুরুত্ব দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী।

হুমকী দিয়ে বেড়াচ্ছেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

"নিলু ঘোষালের মতো লোক আমাকে হারাতে পারেনি, আর তোরা আমাকে হারিয়ে দিলি" ইত্যাদি নানা কথা বার্তার আস্ফালন দেখাতে থাকেন। আমি অনেকভাবে তাকে বোঝানর চেষ্টা করি। শেষে তিনি আমাকে প্রাণনাশের হুমকী দেখিয়ে ভোজালী ধরনের একটা বড় ছুরি বার করে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব বলে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। আমি প্রাণের দায়ে দৌড়ে গিয়ে 'বর্মন ভিলার' ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দি। তখন তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আমার উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে থাকেন। আমি মোবাইল থেকে অলক সাহা, অশোক সাহাকে ফোন করলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। আশপাশের প্রায় চার পাঁচশো লোকও এর মধ্যে ওখানে জড়ো হয়ে যান। পরিস্থিতি বুঝে বাবুয়া রুদ্র সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে পালিয়ে যান। পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে ওর বাড়ী চড়াও হবার প্রস্তুতি নেয়। ওদের শান্ত করে আমরা রাত ১২টা নাগাদ থানায় গৌতম রুদ্রের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানায়। অন্যদিকে স্থানীয় সি পি আই নেতা অশোক সাহা অভিযোগ করেন, "আমরা কোন অশান্তির মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু বাবুয়ার বাড়াবাড়িই আমাদের বাধ্য করাবে। এর আগে আমাদের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করার জন্য এ্যাডভোকেট গৌরী মুখার্জীকে ভোটের আগে প্রাণনাশের ভয় দেখায়। তখনও আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায়। সমস্ত ঘটনা সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যকেও জানিয়েছি। তিনি দ্রুত এর বিহিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

আবেদন

ভারত সেবাশ্রম সংঘের জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরকে সক্রিয় শাখায় পরিণত করে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজ ও দুঃস্থ পীড়িতের সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন পরিকল্পনাকে সার্থক করতে উদার হস্তে দানের প্রয়োজন। আপনি সেই মহান ব্রতের অংশীদার হোন।

নিবেদনান্তে—
জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের সদস্যবৃন্দ

গদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুরুদ্ধ পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।